আপনি কি কখনো ভেবেছেন, যখন আপনি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে বলেন "আল্লাহু আকবার"- তখন আল্লাহ ঠিক কোথায় থাকেন?

এই প্রশ্নটা হয়তো কখনো মাথায় আসেনি।

অথবা এসেছে; কিন্তু উত্তর খোঁজার সাহস হয়নি।

কিন্তু চৌদ্দশত বছর আগে, এক সাহাবী এই প্রশ্নের উত্তর জেনেছিলেন। এবং সেই উত্তর শুনে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

আজ সেই ঘটনাটি শেয়ার করবো।

- **একটি রাতের ঘটনা, মদিনার অলিতে গলিতে মদিনার রাত। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে পথঘাট। মসজিদে নববীতে তখনো প্রদীপ জ্বলছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন। সেদিন হযরত আবু যর গিফারী (রা.) রাসূলের ﷺ কাছে এসে বসলেন। মনের ভেতর একটা প্রশ্ন অনেকদিন ধরে ঘুরছে। লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারছেন না। কিন্তু আজ আর থাকা গেল না। আস্তে আস্তে বললেন, *"ইয়া রাসূলাল্লাহ... নামাজে যখন আমি দাঁড়াই... আল্লাহ তখন কোথায় থাকেন?"* মসজিদে একটু নীরবতা নামল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন। সেই চোখে ছিল অসীম মায়া। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, *"আল্লাহ তা'আলা বান্দার দিকে মুখ করে থাকেন যতক্ষণ সে নামাজে থাকে এবং অন্যদিকে মনোযোগ না দেয়।"***

(সুনানে নাসাঈ, হাদিস: ১১৯৫)

আবু যর (রা.) কথাটা শুনলেন। এক সেকেন্ড। দুই সেকেন্ড।

তারপর হঠাৎ তাঁর চোখে পানি, পা কাঁপতে শুরু করল। বুকের ভেতর কী যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আল্লাহ... নামাজে... আমার দিকে মুখ করে থাকেন?

সেই মহান মণিব, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক; যাঁর একটি "কুন" বলায় পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সহ সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে তিনি... আমার মতো একজন সামান্য বান্দার দিকে মুখ করে থাকেন?

এবং আমি... নামাজে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাই? মাথায় সংসারের চিন্তা ঘোরে? ব্যবসায়ের হিসাব করি?

এই ভাবনা এসে আঘাত করল বুকের মাঝখানে। আর সেই আঘাত সহ্য করতে পারলেন না আবু যর (রা.)। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

আল্লাহ কি সত্যিই এতটাই কাছে থাকেন? এটা কি শুধু একটা গল্প? না।

- কুরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আমি তোমার শাহরগ (গলার শিরা) থেকেও বেশি কাছে।" (সূরা ক্বাফ: ১৬)
- আরেক হাদিসে আছে, "বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায়, আমি তার সামনে থাকি। সে যদি ডানে তাকায়, আমিও তার ডানে। বামে তাকালে আমিও বামে। সরাসরি সামনে তাকালে আমি তার সামনে।"

(মুসনাদে আহমাদ)

একটু থামুন। এই কথাটা আবার পড়ুন।

আল্লাহ আপনার সামনে থাকেন, নামাজে। তিনি আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখছেন। আপনার চোখের পানি দেখছেন। আপনার বুকের কান্না শুনছেন। আমরা কি জানি, নামাজে কাকে পাচ্ছি?

- আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন, *"তোমরা কি জানো, নামাজে বান্দা কার সাথে কথা বলে?"* সাহাবীরা চুপ। রাসূল ﷺ বললেন, *"সে তার রবের সাথে কথা বলে। তাই সে যেন ভালো করে ভাবে সে কীভাবে কথা বলছে।"*

(মুস্তাদরাকে হাকিম)

ভাবুন একবার। দুনিয়ার কোনো বড় নেতার সাথে দেখা হলে আমরা কতটা প্রস্তুতি নিই! পোশাক ঠিক করি। কথা গুছিয়ে নিই।

উনার কথায় মনোযোগ দিই। কিন্তু আল্লাহর সাথে কথা বলার সময়, মন থাকে বাজারে আর নামাজের পর ব্যবসা কিংবা প্রতিষ্ঠানের হিসাবে। আবু যর (রা.) অজ্ঞান হননি ভয়ে। তিনি অজ্ঞান হয়েছিলেন লজ্জায়। সারাজীবন নামাজ পড়েছেন। কিন্তু কখনো ভাবেননি এই নামাজে আল্লাহ নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই ব্যাপারটি ভাবতেই তাঁর হৃদয় আর নিতে পারেনি।

আর আমরা?

আমরা প্রতিদিন পাঁচবার এই সুযোগ পাচ্ছি। প্রতিদিন আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ করে অপেক্ষা করছেন। এবং আমরা মোবাইল রেখে উঠি। কোনরকম নামাজ শেষ করে উঠে যাই।

পুরো নামাজে মনোযোগ থাকে কার ব্যাপারে কি প্ল্যান, নিজের ব্যবসার হিসাব আর অফিসের মাসিক মিটিং-এ কি হবে!

শেষ কথা, আজকে থেকে নামাজটা একটু আলাদা হোক। আজ যখন নামাজে দাঁড়াবেন, একটু থামুন। চোখ বন্ধ করুন। মনে করুন, মহা মুনিব আল্লাহ এখন আপনার সামনে। তিনি আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সব শুনছেন।

শুধু এটুকু মনে রাখুন। দেখবেন আপনার চোখও ভিজে আসবে। হয়তো আবু যর (রা.)-এর মতো না, কিন্তু বুকের ভেতর কিছু একটা নড়ে উঠবে। সেটাই ঈমান। সেটাই নামাজের প্রাণ।

- **"যে ব্যক্তি এমনভাবে নামাজ পড়ে যেন সে আল্লাহকে দেখছে এটাই হলো ইহসান।"**

(সহিহ মুসলিম; হাদিসে জিবরাঈল)

এই লেখাগুলো আপনি পড়ুন, আপনার স্ত্রী-সন্তান কিংবা ভাই-বোন অথবা বন্ধুকে পড়ে শুনান, হয়তো আজ থেকে আপনার নামাজ দীর্ঘ হবে, সিজদাহ্ যতো চাওয়া সব কবুল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

https://www.facebook.com/share/18n2nutbAP/